ALL MEDIA COVERAGES OF BANGLADESH ROAD TRANSPORT AUTHORITY ORGANISED MEETING ON DISSEMINATION OF DHAKA AHSANIA MISSION HEALTH SECTOR CONDUCTED BASELINE SURVEY FINDINGS ON COMPLIANCE OF TOBACCO CONTROL LAW AT PUBLIC TRANSPORT (BUS) IN DHAKA CITY:

1)

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

৩. পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৬:৪২ পিএম

4Shares

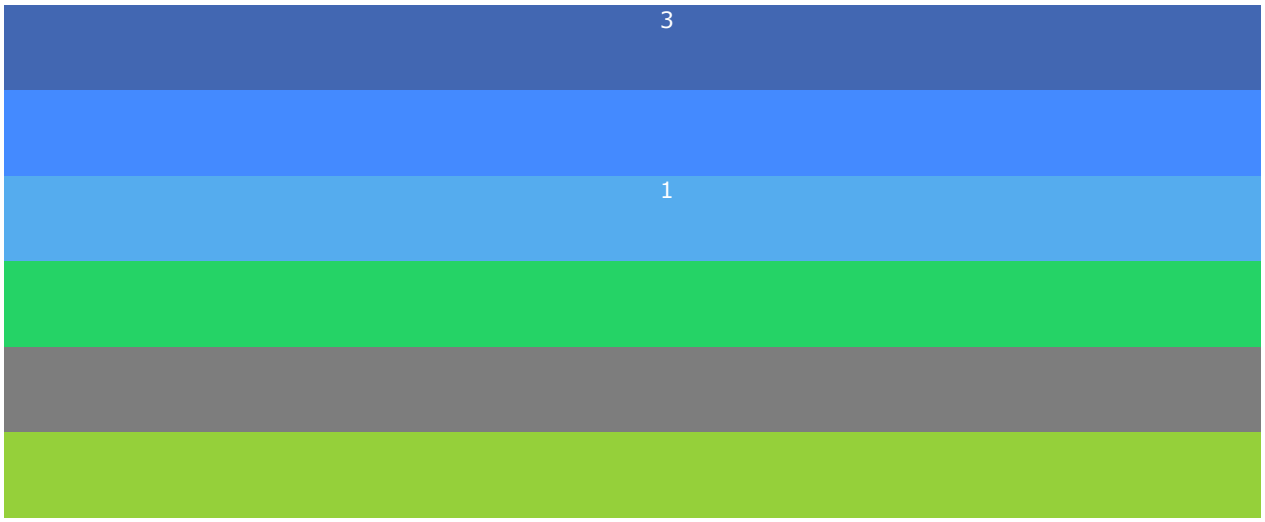

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেই ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে 'পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষনা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র। গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জড়িপ কার্যটি পরিচালিত হয়। জড়িপ পরিচালনা কল্পে দৃশ্যমান হয় যে ৯১ দশমিক ৩ শতাংশ চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে। ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়। এ জড়িপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয়, ঢাকা শহরের ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০ শতাংশ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক পরিবহন জড়িপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহন করা। একই সঙ্গে পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহন করা।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিএ সচিব খন্দকার অলিউর রহমান, লীডকনসালটেন্ট ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে) বাংলাদেশ ড. শরিফুল ইসলাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক হেল্থ ও ওয়াস সেক্টর ইকবাল মাসুদ, এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ),বিআরটিএ। অনুষ্ঠান সঞ্চালয় ছিলেন শারমিন রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

স্বগত বক্তব্যে ইকবাল মাসুদ বলেন, ধূমপানে শুধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি বলেন, ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, সহ-সভাপতি এ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন।তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতি সভাপতি আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপাররা নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন। একই সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

সিটিএফকে লীডকসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সকল পরিবহণে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০ শতাংশ চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। এবং বাকি ১০ শতাংশ যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপারগণ আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিবার্হী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা, সাভার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রফিক, গুলশান বিভাগ, নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার, আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার(এ্যাডকেসী এন্ড রিসার্চ), আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিণিধিরা।

সভায় সকল অংশগ্রহণকারীরা একমত পোষণ করেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকল পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সুপারিশ ছিল যে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন নিয়মিত পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এবং এর পাশাপশি বিআরটিএ আইনে ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-
%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-
xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4

2)

bd Metro News
A national online daily

ফিচার

রাজধানীর শতভাগ বাস তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

September 8, 2020 bdmetronews

বিডিমেট্রোনিউজ ডেস্ক ॥ সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেই ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে "পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র। গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কার্যটি পরিচালিত হয়।

জরিপ পরিচালনা কল্পে দৃশ্যমান হয় যে ৯১.৩% চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে।এবং ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়।

এ জরিপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে।

পাবলিক পরিবহন জরিপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে- আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করণ ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার অলিউর রহমান সচিব- বিআরটিএ, ড. শরিফুল ইসলাম, লিড কসালটেন্ট ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), ইকবাল মাসুদ পরিচালক হেল্‌থ ও ওয়াস সেক্টর- ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন।

সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম,পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শারমিন রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদানকালে ইকবাল মাসুদ বলেন, ধূমপানে শূধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি আরও বলেন, ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ-সভাপতি, এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন। তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপারগণ নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর ড.শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

প্রধান অতিথি নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সকল পরিবহনে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০% চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। বাকি ১০% যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপারগণ আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার নিবার্হী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক (গুলশান বিভাগ) নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার (এ্যাডভোকেসী এন্ড রিসার্চ) আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিনিধিগণ।

তথ্যসূত্র: মোহাম্মদ রুবায়েত- মিডিয়া ম্যানেজার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর|

http://bdmetronews24.com/archives/68340

3) Barta 24

রাজধানীর শতভাগ বাসে মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

ছবি সংগৃহীত।

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহনে (বাস) মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন।

সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয় শীর্ষক সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ করা হয়। জরিপ পরিচালনার সময় দৃশ্যমান হয় যে ৯১.৩ শতাংশ চালক ও হেলপার সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে। ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ জরিপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সব পাবলিক পরিবহন ১০০ শতাংশ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক পরিবহন জরিপ ফলাফল থেকে উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে- আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করণ ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার অলিউর রহমান, সচিব-বিআরটিএ ড. শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বিআরটিএ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ-সভাপতি, অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোনো পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে, তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন। তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপাররা নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন, তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সব বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), বাংলাদেশ, লিডকনসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

https://barta24.com/details/national/102828/tobacco-control-law

4)

The Bangladesh Today
UNITING PEOPLE EVERYDAY

রাজধানীর শত ভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

টিবিটি

নিউজ ডেস্ক

প্রকাশিত: ৭:৫০ অপরাহ্ণ, সেপ্টেম্বর ৮, ২০২০ | আপডেট: ৭:৫০:অপরাহ্ণ, সেপ্টেম্বর ৮, ২০২০

সকাল ১১.০০ টায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেই ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে "পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়" শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষনা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র।

গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জড়িপ কার্যটি পরিচালিত হয়। জড়িপ পরিচালনা কল্পে দৃশ্যমান হয় যে ৯১.৩% চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে

থাকে।এবং ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়।এ জড়িপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক পরিবহন জড়িপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করন ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহন করা।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খন্দকার অলিউর রহমান,সচিব,বিআরটিএ, জনাব ড. শরিফুল ইসলাম, লীডকসালটেন্ট,ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, জনাব ইকবাল মাসুদ,পরিচালক, হেল্থ ও ওয়াস সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম,পরিচালক(প্রশিক্ষণ),বিআরটিএ।অনুষ্ঠান সঞ্চালয় ছিলেন শারমিন রহমান,প্রোগ্রাম অফিসার,তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

স্বগত বক্তব্য প্রদানকালে হেল্থ ও ওয়াস সেক্টর, পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জনাব ইকবাল মাসুদ, বলেন ধূমপানে শূধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি আরও বলেন ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, সহ-সভাপতি, জনাব এ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন।তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতি, সভাপতি,জনাব আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপারগণ নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন।এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, লীডকসালটেন্ট, জনাব ড.শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে

সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।তিনি আরো বলেন বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব, বিআরটিএ, জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন সকল পরিবহণে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।এছাড়া তিনি আরো বলেন বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০% চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। এবং বাকি ১০% যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপারগণ আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে মানোনীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিবার্হী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা, সাভার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রফিক, গুলশান বিভাগ, জনাব নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার, জনাব আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার(এ্যাডকেসী এন্ড রিসার্চ), জনাব আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিণিধিগণ।

সভায় সকল অংশগ্রহণকারীগন একমত পোষণ করেন যে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকল পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সুপারিশ ছিল যে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন নিয়মিত পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এবং এর পাশাপশি বিআরটিএ আইনে ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/

5)

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

‘ঢাকার শতভাগ বাস তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না’

প্রিন্ট সংস্করণ

০০:০০, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

জরিপে দেখা গেছে, ৯১.৩ শতাংশ চালক ও হেলপার সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে এবং ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া

যায়নি। সর্বোপরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কার্যটি পরিচালিত হয়। এ জরিপ ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, ঢাকা শহরের ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সব পাবলিক পরিবহন ১০০ শতাংশ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক পরিবহন জরিপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিলকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে)-এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে ‘পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়’ শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয় গত সোমবার বেলা ১১টায়। রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ, বিশেষ অতিথি ছিলেন খন্দকার অলিউর রহমান, সচিব, বিআরটিএ, ড. শরিফুল ইসলাম, লিডকনসালটেন্ট, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), বাংলাদেশ, ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, হেলথ ও ওয়াস সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শারমিন রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। স্বগত বক্তব্য প্রদানকালে হেলথ ও ওয়াস সেক্টর, পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইকবাল মাসুদ বলেন, ধূমপানে শুধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি আরও বলেন, ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোনো পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন তাহলে অবশ্যই সব পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

আলোচ্য সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা, সাভার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক, গুলশান বিভাগ, নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশের গ্রান্টস ম্যানেজার, আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার (অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসার্চ), আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিনিধিরা।

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99

6)

Womeneye24.com
Communication for equality

প্রচ্ছদ/জাতীয়/তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন

September 8, 2020

17 2 মিনিট পড়েছেন

ওমেনআই ডেস্ক : ৯১ দশমিক ৩ শতাংশ চালক ও হেলপার সরাসরি বাসের মধ্যে ধূমপান করে। এবং ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শন পাওয়া যায়।
'রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না' শীর্ষক প্রতিবেদনে উঠে আসে এমন চিত্র।

গত বছরের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কাজ পরিচালিত হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় 'পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়' শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার বেলা ১১টায়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন (বিআরটিএ) আয়োজিত এ সভা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

জরিপ ফলাফলে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০ শতাংশ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে।

পাবলিক পরিবহন জরিপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে, আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিএ'র সচিব খন্দকার অলিউর রহমান, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর লিড কসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিবিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান।

স্বাগত বক্তব্যে ইকবাল মাসুদ বলেন, ধূমপানে শুধু নিজের নয় বরং পরোক্ষভাবেও স্বাস্থ্য ক্ষতির উল্লেখযোগ্য কারণ। ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে বলে এ সময় জানান তিনি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোনো পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন। তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপাররা নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন। এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে), বাংলাদেশ এর লিড কসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে, বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সকল পরিবহনে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০ শতাংশ চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। এবং বাকি ১০ শতাংশ যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপাররা আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সাভার পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, গুলশান ট্রফিক বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার (অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসার্চ) আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএ'র পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিনিধিগণ।

সভায় সকল অংশগ্রহণকারী একমত পোষণ করেন যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকল পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ ছিল যে, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন নিয়মিত পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এবং এর পাশাপশি বিআরটিএ আইনে ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

https://womeneye24.com/110301

7)

আমার সংবাদ

- আমার সংবাদ
- আজকের পত্রিকা
- শেষ পৃষ্ঠা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

প্রিন্ট সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ০৯,২০২০, ০২:৫৩
সেপ্টেম্বর ০৯,২০২০, ০২:৫৩

পরিবহনে উপেক্ষিত তামাক আইন

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না। ‘পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়’ শীর্ষক সভায় প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহযোগিতায় গতকাল বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিএ সচিব খন্দকার অলিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআরটিএ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান।

উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) লিড কসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ-সভাপতি অ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমানসহ অন্যরা।

সভায় জানানো হয়, গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি নন-এসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কার্যটি পরিচালিত হয়। জরিপ পরিচালনাকল্পে দৃশ্যমান হয় যে, ৯১.৩ ভাগ চালক ও হেলপার সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে। ১০০ ভাগ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি।

সর্বোপরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ জরিপ ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা শহরের ১০০ ভাগ পাবলিক পরিবহনে (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

অ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোনো পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন। তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপাররা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ড. শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাসচালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সবার জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

প্রধান অতিথি নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সকল পরিবহনে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০ ভাগ চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব।

বাকি ১০ ভাগ যারা সচেতন করার পরও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপার আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আমারসংবাদ/এসটি

https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8

8)

দি ক্রাইম
অপরাধ দমনে সহায়ক
একটি মাস মিডিয়া প্রকাশনা

রাজধানীর শত ভাগ পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৯:০০ | নিজস্ব প্রতিবেদক

-

ঢাকা : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেই ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে “পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়” শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষনা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র। গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জড়িপ কার্যটি পরিচালিত হয়।

জড়িপ পরিচালনা কল্পে দৃশ্যমান হয় যে, ৯১.৩% চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে।এবং ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়।এ জড়িপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে।

পাবলিক পরিবহন জড়িপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করন ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহন করা।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার অলিউর রহমান,সচিব,বিআরটিএ, ড. শরিফুল ইসলাম, লীডকসালটেন্ট,ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, জনাব ইকবাল মাসুদ,পরিচালক, হেল্‌থ ও ওয়াস সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম,পরিচালক(প্রশিক্ষণ),বিআরটিএ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালয় ছিলেন শারমিন রহমান,প্রোগ্রাম অফিসার,তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন।

স্বগত বক্তব্য প্রদানকালে হেল্‌থ ও ওয়াস সেক্টর, পরিচালক, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, জনাব ইকবাল মাসুদ, বলেন ধূমপানে শূধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি আরও বলেন ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন।তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপারগণ নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন।এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, লীডকসালটেন্ট ড.শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।তিনি আরো বলেন বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব, বিআরটিএ নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সকল পরিবহণে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০% চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। এবং বাকি ১০% যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপারগণ আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে মানোনীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিবার্হী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা, সাভার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রফিক, গুলশান বিভাগ নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার(এ্যাডকেসী এন্ড রিসার্চ), আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিণিধিগণ।

সভায় সকল অংশগ্রহণকারীগন একমত পোষণ করেন যে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকল পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সুপারিশ ছিল যে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন নিয়মিত পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এবং এর পাশাপশি বিআরটিএ আইনে ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

https://www.thecrimebd.com/news/81529.detail

9)

metronews24
Your Trusted News Portal in Bangladesh.com

রাজধানীর শত ভাগ পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেই ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে “পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়” শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহন (বাস) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আলোচ্য সভার গবেষনা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে উঠে আসে এ তথ্য চিত্র। গত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জড়িপ কার্যটি পরিচালিত হয়।

জড়িপ পরিচালনা কল্পে দৃশ্যমান হয় যে ৯১.৩% চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে।এবং ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি।

সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়।এ জড়িপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

যদিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। পাবলিক পরিবহন জড়িপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করন ও রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।এবং পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহন করা।

উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব বিআরটিএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খন্দকার অলিউর রহমান,সচিব,বিআরটিএ, জনাব ড. শরিফুল ইসলাম, লীডকসালটেন্ট,ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, জনাব ইকবাল মাসুদ,পরিচালক, হেল্থ ও ওয়াস সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম,পরিচালক(প্রশিক্ষণ),বিআরটিএ।অনুষ্ঠান সঞ্চালয় ছিলেন শারমিন রহমান,প্রোগ্রাম অফিসার,তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প, হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

স্বগত বক্তব্য প্রদানকালে হেল্থ ও ওয়াস সেক্টর, পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জনাব ইকবাল মাসুদ, বলেন ধূমপানে শূধু নিজের নয় বরং পরোক্ষ স্বাস্থ্য ক্ষতিও উল্লেযোগ্য কারণ। তিনি আরও বলেন ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, সহ-সভাপতি, জনাব এ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, যদি কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন।তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন।

সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতি, সভাপতি,জনাব আবদুল কালাম বলেন, যদি চালক ও হেলপারগণ নিজেরা পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকেন তাহলে যাত্রীদেরকেও ধূমপান হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতে পারবেন।এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস(সিটিএফকে),বাংলাদেশ, লীডকসালটেন্ট, জনাব ড.শরিফুল ইসলাম বলেন, বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন।
তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরো বলেন বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস প্রদানে ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করতে হবে।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে, চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব, বিআরটিএ, জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন সকল পরিবহণে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

এছাড়া তিনি আরো বলেন বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৯০% চালক ও হেলপারদের সচেতন করা সম্ভব। এবং বাকি ১০% যারা সচেতন করার পরেও আইন মানতে নারাজ তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

যদি সকল পরিবহন শ্রমিক, পেশাদার চালক ও হেলপারগণ আইন প্রতিপালনে সচেতন হয় তাহলে মানোনীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে একটি তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নিবার্হী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা, সাভার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ট্রফিক, গুলশান বিভাগ, জনাব নিউটন দাস, সিটিএফকে বাংলাদেশ এর গ্রান্টস ম্যানেজার, জনাব আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার(এ্যাডকেসী এন্ড রিসার্চ), জনাব আতাউর রহমান মাসুদ এবং বিআরটিএর পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও এনজিও প্রতিণিধিগণ।

সভায় সকল অংশগ্রহণকারীগন একমত পোষণ করেন যে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সকল পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সুপারিশ ছিল যে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যেন নিয়মিত পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

করে এবং এর পাশাপশি বিআরটিএ আইনে ধূমপানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

https://metronews24.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/